তারিখ 16 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ

মো. আশরাফ হোসেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী অধ্যয়নের সুযোগ সংখ্যা অপেক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। চার বছরের কোর্স শেষ করতে আট বছর সময় প্রয়োজন হয় বলে শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধীন কলেজসমূহে অধ্যয়ন করতে আগ্রহী নয়। দেশে দুই দশক আগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপূরক হিসেবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সুযোগ তৈরি করা হয়।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অর্থ আয়ের মানসিকতা থেকে বের হতে পারেনি। ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ধনী পরিবারের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তারা দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের ভর্তি করাতে অস্বীকার করে না, কিন্তু ভর্তি ও অন্যান্য ফি এত বেশি যে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরাও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ধনী এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরাই সেগুলোতে অধ্যয়ন করছে।

কিছু সংখ্যক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থী যারা উচ্চশিক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে তারা পাবলিক বিশ্বদ্যিালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে ভর্তি ও অন্যান্য উচ্চহারের ফি পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা কিছুতেই কাম্য নয়। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কনভোকেশনে বারবার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উচ্চহারের ফি হ্রাস করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, সেই আবেদন জলে গিয়েছে। তাই বলা যায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ করে দিয়ে সরকার তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, অধ্যয়ন ও অন্যান্য ফি এমনভাবে ধার্য করা প্রয়োজন যাতে ধনী পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরাও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনে সুযোগ পেতে পারে। অন্যথায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি হ্রাস পাবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেন নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ফি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করতে না পারে সেজন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, স্নাতক পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থীর ভর্তির জন্য সকল ফি, চার্জ ইত্যাদি মিলে ১০,০০০ টাকার বেশি এবং মাসিক বেতন ১,৫০০ টাকার বেশি হবে না। স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য ভর্তি সর্বসাকুল্যে ১২,০০০ টাকার বেশি শিক্ষার্থী প্রতি নেওয়া যাবে না এবং মাসিক বেতন ২,০০০ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। এমন বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। আর এটা বাস্তবায়ন করতে হলে জাতীয় সংসদ থেকে আইন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আইনগত কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে যাতে তারা রেগুলেটরি ভূমিকা পালন করতে পারে। তবেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পরিপূরক হয়ে উঠবে।

ঢাকা